বাঙালি মুসলমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

বদরুদ্দিন ওমর

লেখক পরিচয়

*[বদরুদ্দিন ওমর বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম । জন্ম ৮ই জুন ১৯৩৩ । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ, **Oxford University** থেকে তিনটি বিষয়ে অনার্স পাশ করেন (বিষয়গুলি হলো - দর্শন, রাজনীতি তথা অর্থশাস্ত্র) । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনশাস্ত্র পড়েছেন, রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে রীডার তথা বিভাগের হেড ছিলেন । ১৯৬৭ - এ তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে আসেন । বাংলাদেশের কৃষক এবং মজদুরদের প্রতি অন্যায়ের জন্য তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন । লেখক শিবিরে তিনি বহুদিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামমোহন রায়ের ওপর অসাধারণ ভাষণ দেন । তাঁর বিখ্যাত বই 'আমার ঢাকা', 'বাংলাদেশী সংসদীয় গণতন্ত্র', 'শিক্ষা ও শিক্ষার আন্দোলন' ইত্যাদি । এছাড়া ইংরাজীতেও অনেক বই লিখেছেন, ইনি ভাষা আন্দোলনের অগ্রণী নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন । পরবর্তীকালে ইনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। ইনি সারাজীবন ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করেছেন । এই প্রবন্ধটি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ।]*

পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতি চেতনার উন্মেষ হচ্ছিল, সেটা সম্পূর্ণ নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত নয় । উপরন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাকৃতিক জগতের মতো মানুষ এবং তার সমাজও কতকগুলো অলংঘনীয় নিয়মের অন্যবর্তী । কিন্তু ঐ চিন্তাধারা নতুন না হলেও তার মধ্যে এই হিসাবে নতুনত্ব আছে যে, আজ এ চিন্তাধারা যাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তারা এ জাতীয় চিন্তা করতে এতদিন অভ্যস্ত বা প্রস্তুত ছিলেন না ।

এ কথার অর্থ কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, ধর্মগত ভাবে মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানীরা প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক । মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশকে ঠিকমত কখনো স্বদেশ মনে

করেন নি । শ্রেণী স্বার্থের কারণে স্বদেশের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনে তাঁদের বরাবরই আপত্তি ছিল । এই আপত্তি ইংরাজদের ভেদ নীতির ফলে ঘোরতর আকার ধারণ করে ।

নিজের দেশকে স্বদেশ মনে না করার জন্য মানুষের জীবনে যে দুর্যোগ স্বাভাবিক, মুসলমানেরা সে দুর্যোগ রোধ করতে পারেন নি । পাক-ভারত উপমহাদেশের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের যে কারণে এ দেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই, অনেকখানি সেই কারণেই মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনও হয়েছে পঙ্গু ও দৃষ্টিহীন ।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা এদেশের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করতে না পারার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। ধর্মগতভাবে তারা ছিল খ্রীষ্টান, তাদের ভাষা ছিল ইংরাজী এবং তাদের দেহে প্রবাহিত ছিল কিছুটা ইংরেজ রক্ত । ইংরেজরা যেহেতু এদেশের শাসনকর্তা ছিল এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ছিল সেই শাসকদের ধর্মাবলম্বী, তাদের ভাষাভাষী এবং তাদের রক্তগত আত্মীয়, কাজেই তারা নিজেদেরকে মনে করত ভারতবর্ষের লোকদের থেকে উচ্চ শ্রেণীর ও উচ্চ বংশীয়। তারা নিজেদেরকে ভারতবর্ষের অগ্রণিত মানুষের মত বিদেশী শাসিত মনে না করে, মনে করত এদেশের শাসনকর্তা রাজার স্বজাতি বলে । কাজেই ইংরাজী ছিল তাদের ভাষা, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ছিল তাদের জাতীয় ইতিহাস এবং অ্যাংলিকান চার্চ ছিল তাদের জাতীয় ধর্ম-প্রতিষ্ঠান ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ধর্মগত ভাবে মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানীরা প্রধানতঃ কী ?
2. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ভাষা কী ছিল ?
3. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জাতীয় ইতিহাস কী ছিল ?
4. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান কী ছিল ?

বিদেশের সঙ্গে এই কৃত্রিম আত্মীয়তা এবং স্বদেশের সঙ্গে অনাত্মীয়তা বোধের ফলে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা সংস্কৃতি ও রাজনীতিগত ভাবে এক শোচনীয় আকার ধারণ করে । এই শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয় ইংরাজদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর । অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের অবস্থার সঙ্গে এসব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয় । সামন্ত শ্রেণির মুসলমানরা, মোগল রাজত্ব, এমনকি ইংরাজ রাজত্ব পর্যন্ত, বাংলায় কথা না বলে ফারসী উর্দুতে কথা বলতেন । নিজেদেরকে জাতিগত ভাবে মনে করতেন আরব, ইরানী, খুরাসানী অথবা সমরবন্দী । তাঁদের ধর্ম ছিল ইসলাম । তাই সামন্ত-তান্ত্রিক এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের তাগিদে, বৈদেশিক ভাষা রক্ত ও ধর্মের এই প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এ দেশের মাটির সঙ্গে

মুসলমানদের আত্মিক যোগ স্থাপনাকে বাধাগ্রস্ত করল । দেশের মাটির সঙ্গে এই সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হল বহুতর ভাবে । সেটা খুবই স্বাভাবিক । কারণ, দেশকে বাতিল করে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা আকাশকুসুম রচনার মত অবাস্তব ও বন্ধ্যা হতে বাধ্য ।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ধর্মভেদ থাকলে তাদের সাংস্কৃতিক দৈন্য এতখানি উৎকট আকার ধারণ করত না । কিন্তু ধর্মভেদ অন্যান্য ভেদা-ভেদের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করার ফলে অবস্থার অবনতি ঘটল, এবং সে অবনতিকে রোধ করা গেল না । উচ্চশ্রেণীর মুসলমান নিজস্ব স্বার্থরক্ষার জন্য মোগল যুগোত্তর বাংলাদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের সঙ্গে ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না । এর ফলে বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চা করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হল । উনিশ শতকে ধর্মচর্চার ক্ষেত্র থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়াই হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক দৈন্যের অন্যতম মূল কারণ । হিন্দুদের সঙ্গে এদিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা বিশেষভাবে তুলনীয় । মুসলমানদের থেকে ধর্মচর্চার তাড়না উনিশ শতকের হিন্দুদের মধ্যে কম ছিল না, উপরন্তু এক হিসেবে বেশীই ছিল । সে সময় হিন্দু সমাজ বহু ধর্ম আন্দোলনের ফলে সমৃদ্ধ হল কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হল না । এর প্রধান কারণ, মুসলমানদের চিন্তা বাংলা দেশ এবং বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে আবর্তিত হল আরব, ইরান, তুর্কীর চতুর্দিকে, যেমন অনেকখানি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে ।

মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যতীত বাংলার সমস্ত মুসলমানেরই পূর্ব-পুরুষেরা এ দেশের অধিবাসী ও হিন্দু। কাজেই ধর্মীয় কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাংলা দেশকে পুরোপুরি স্বদেশ না মনে করার কারণ তাদের ছিল না । কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা নিজেদের সুবিধামত এক জাতিতত্ব আবিষ্কার করে ক্রমাগত প্রচার করলেন যে সৎ বংশজাত মুসলমান মাত্রেরই পূর্ব-পুরুষ আরব, ইরান, তুর্কী থেকে আগত । এর ফলে মুসলমানেরা নিম্ন-পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হওয়া মাত্র সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বংশ তালিকা রচনা করে নিজেদের বংশ পরিচয় পরিবর্তনে সচেষ্ট হলেন । এই ভাবেই বাংলার মুসলমানেরা আত্মিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন 'পরবাসী' হয়ে ।

মুসলমানদের এই ভ্রান্ত মানসিকতার পরিবর্তন শুরু হল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এবং

পড়ে কী বুঝলে ?

1. স্বদেশী মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যার্তনের সংগ্রাম কবে থেকে আরম্ভ হয় ?
2. সামন্ত শ্রেণীর মুসলমানরা বাংলায় কথা না বলে কী ভাষায় কথা বলতো ?
3. বাংলার মুসলমানেরা পূর্ব-পুরুষেরা কোন ধর্মের ছিল ?
4. বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতো কী ভাবে ?

পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ দেখা দিল ভাষা আন্দোলনে । পূর্বে উর্দু না জানলে কোন মুসলমানই সদ্‌বংশজাত বলে পরিচিত হতেন না । শুধু তাই নয়, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা একথা স্বীকার করলেও তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হত। পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালি মুসলমান 'মুসলমান বাঙালি'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করলে এবং সমস্ত সংস্কার বর্জন করে, উর্দুকে নিজের ভাষা হিসাবে বাতিল করে, বাংলাকে স্বীকার করলে মাতৃভাষারূপে । এই ভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের জীবনে সূত্রপাত হল এক অভূতপূর্ব চেতনার । ......

মুসলমানদের যে দৃষ্টি দেশের প্রতি এতকাল ছিল মমতাহীন, সেই দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হল স্বদেশের প্রতি প্রেম ও মমতায় । ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম তাই আসলে তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম । যে মধ্যবিত্ত মুসলমান নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বিগ্ন হত, এর পর থেকে তার সে উদ্বেগের অবসান হতে শুরু হল । বাঙালি পরিচয়ে সে আর লজ্জিত হল না । যে চিত্ত ছিল "পরবাসী" সে চিত্ত সচেষ্ট হল স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে । প্রতিকূল শক্তি এবং সংস্কার এ পরিবর্তনকে প্রতিহত করা সত্বেও ঘরে ফেরার ঐ সংগ্রাম রইল অব্যাহত এবং তারা জয় করে চলল একের পর এক ভূমি । স্বীকৃত হল রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য; স্বীকৃত হ'ল রবীন্দ্রনাথ এবং পয়লা বৈশাখ। এ স্বীকৃতির কোন কোনটি এল সরকারী ঘোষণাপত্রে, কিন্তু তার সত্যিকার ক্ষেত্র হল পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিস্তীর্ণ মানসলোক। এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে তাই নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে মুসলমান বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ।

জেনে রাখো

প্রত্যাবর্তন	—	ফিরে আসা
সামন্ত্রতান্ত্রিক	—	সামন্ততন্ত্রে শাসন (সামন্ত অধীন রাজা)
আন্তরিক	—	মনোগত, হার্দিক

শোচনীয় — দুঃখ জনক
বাধাগ্রস্ত — আটকানো, ব্যাঘাত হওয়া ।
সৃষ্টিশীলতা — নির্মাণ-কুশলতা
ভিত্তিস্বরূপ — বুনিয়াদ স্বরূপ
ঐতিহ্য — পরম্পরাগত, ঐতিহাসিক কথা
রূপান্তরিত — পরিবর্তিত
আচ্ছন্ন — ঢাকা

পাঠবোধ

খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো

1. 'বাঙালী মুসলমানের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন' পাঠটির লেখক .... ।
(বদরুদ্দিন ওমর, জসীমউদ্দীন)

2. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের অবস্থার সঙ্গে বিশেষ করে ....অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয় ।
(ভারতবর্ষের মুসলমানদের, বাংলাদেশের মুসলমানদের)

3. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ধর্মগতভাবে ছিল.. ।
(খ্রীষ্টান, ইন্ডিয়ান)

4. পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনে................................ তারা স্বীকার করলো মাতৃভাষা রূপে ।
(বাংলা ভাষাকে, আরবী ভাষাকে)

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা এদেশের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করতে না পারার তিনটি কারণ কী ?
2. ভারতীয় মুসলমান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সংস্কৃতি এত শোচনীয় কেন ?
3. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা নিজেকে ভারতীয় বলতে সংকোচ বোধ কেন করতো ?
4. উচ্চ শ্রেণির মুসলমান এদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহিত ছিল, কেন ?

5. কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজেকে পরে কেন স্বদেশী মনে করতে লাগে ?

সংক্ষেপে লেখো

6. মুসলমানদের ভ্রান্ত মানসিকতার পরিবর্তন কবে আরম্ভ হয় ?
7. মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের জীবনের সূত্রপাত কি ভাবে হয় ?
8. নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরিত্যাগ করার বিপদ সম্বন্ধে লেখো ।
9. বাঙালি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয়, কেন ?
10. ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী মুসলমানদের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

11. বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বলতে লেখক এখানে কি বলতে চেয়েছেন, তুমি বুঝিয়ে লেখো ।
12. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও বাঙালি মুসলমানের অবস্থায় যে মিল লেখক দেখতে পেয়েছেন তা বুঝিয়ে লেখো ।
13. বিদেশের সঙ্গে আত্মীয়তা আর স্বদেশের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের ফলে জাতির জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম আসতে পারে, তা নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **বাক্য রচনা করো**

হিন্দু, মুসলমান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মধ্যবিত্ত, শোচনীয় ।

2. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো**

সামন্ততন্ত্র	—	ধর্মাবলম্বী	—
শ্রেণিস্বার্থ	—	উৎকট	—
উন্মেষ	—	ইচ্ছাকৃত	—
অপ্রত্যাশিত	—	উদ্বিগ্ন	—

3. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো**

স্বদেশ, প্রাকৃতিক, নতুন, শোচনীয়, স্বাভাবিক,